রোহিঙ্গা শরণার্থী পরিস্থিতি : আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর পর্যবেক্ষণ

সংবাদ সম্মেলন

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭, কক্সবাজার প্রেসক্লাব

মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চলছে সে দেশের সামরিক বাহিনী ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বর্বর হামলা। রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর ওপর নির্বিচারে গুলি চালানো হচ্ছে, তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে এবং ধর্ষণ করা হচ্ছে রোহিঙ্গা নারীদের। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীরা প্রান ভয়ে নিজেদের বাড়িঘরসহ সর্বস্ব পরিত্যাগ করে যে যেভাবে ও যে পথে পারে বাংলাদেশে প্রবেশ করে চলেছে। রাইফেলের গুলিতে, সীমান্তে পেতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে, সমুদ্র ও নদী পার হতে গিয়ে নৌকা ডুবিতে প্রান হারাচ্ছে নারী, শিশু সহ অসহায় মানুষ। সীমান্তের এ পারে এসে তারা আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।

রোহিঙ্গাদের প্রতি মিয়ানমার সরকারের সাম্প্রতিক হামলা 'জাতিগত নিধন', ও 'গণহত্যা'র চুড়ান্ত পর্যায়ে পড়ে। এর মাধ্যমে মিয়ানমার সরকার মানবাধিকার রক্ষার সব ধরণের আন্তর্জাতিক নীতির চূড়ান্ত লঙ্ঘন করছে। একই সাথে বাংলাদেশের সাথে রোহিঙ্গা বিষয়ক দ্বিপক্ষীয় চুক্তির শর্তও অমান্য করছে। এই বর্বর জাতিগত নিধনের প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশী প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশে। সৃষ্টি হয়েছে এক নিদারুণ মানবিক বিপর্যয়ের। এমতবস্থায় বাংলাদেশ তার মানবিক দায়িত্ব পালন থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারে না। বাংলাদেশ সরকার অসহায়, নির্যাতিত রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীকে আশ্রয় প্রদানে যে মানবিক পদক্ষেপ নিয়েছে তা প্রশংসনীয়। একই সাথে প্রথম দিন থেকেই নির্যাতিত এই জনগোষ্ঠীর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন কক্সবাজার জেলার স্থানীয় মানুষ। এছাড়াও বিভিন্ন গণমাধ্যম, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন সমূহ মানবিক মূল্যবোধকে উর্দ্ধে তুলে ধরে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়েছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর এই বর্বরোচিত হামলার শুরু থেকেই এর নানা দিক পর্যবেক্ষণ করে আসছে। আসক উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে, শরণার্থীদের বিশাল একটি অংশ এখনো শরণার্থী শিবিরে জায়গা না পেয়ে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করছে। এসব শরনার্থীদের অধিকাংশই নারী, শিশু ও বৃদ্ধ; যাদের রাস্তায় খোলা আকাশের নীচে মানবেতর দিনযাপন করতে হচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন এবং শরণার্থী শিশুদের একটি অংশ পোলিও, হাম, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। যার প্রাদুর্ভাব সমগ্র জেলায় ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া সামগ্রিকভাবে শরণার্থীদের জন্য চিকিৎসা সেবার পরিসরও যথাযথ নয়। বিশেষত, নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি তাদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবার উদ্যোগও যথেষ্ট নয়। শরণার্থী নারীদের মধ্যে অনেকেই অন্তসত্ত্বা, যারা প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য ও চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না। অনেক নারী মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশ আসার পথে সন্তান জন্ম দিয়েছেন; যারা সদ্যজাত শিশুদের নিয়ে খোলা আকাশের নীচে অবস্থান করছেন এবং প্রসব পরবর্তী বিভিন্ন জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাছাড়া শরণার্থী শিশুদের জন্য শিশু খাদ্যের ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত করা হয়নি। অন্যদিকে, বিশুদ্ধ পানি ও পয়নিষ্কাশনের জন্য বেসরকারি ও সরকারী পর্যায়ে কিছু ব্যবস্থা করা হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা বেশ অপ্রতুল। যার ফলে পুরো এলাকায় স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলার বিভিন্ন স্থানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করার কারণে এ অঞ্চলের মানুষের ওপর আর্থ-সামাজিক ও মনোস্তাত্ত্বিক নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আসক'র পর্যবেক্ষণে আরো লক্ষ্য করা গেছে, এখনো পর্যন্ত শরণার্থীদের পরিকল্পিতভাবে নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হচ্ছে না; বরং শরণার্থীরা নিজ উদ্যোগে নানা জায়গায় সাময়িকভাবে আবাস গড়ে তুলছে, যার ফলে শরণার্থীদের ব্যবস্থাপনা জটিল হয়ে উঠছে এবং তাদের মধ্যে ত্রান বিতরণেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। শরণার্থীদের অনেকেই উখিয়া-টেকনাফ ছেড়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। যেহেতু তাদের আলাদা করে চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে না, সে জন্যে দারিত্বরত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষেও তাদেরকে শনাক্ত করা কষ্টকর হয়ে উঠছে। এই জটিলতা নিরসনে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বায়োমেট্রিক রেজিষ্ট্রেশনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যা সময় উপোযোগী ও জরুরী। বায়োমেট্রিক রেজিষ্ট্রেশনে দায়িত্বরত বিজিবি কর্মকর্তার সাথে কথা বলে জানা যায়, গত ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাত্র ৩০০০ রোহিঙ্গা শরণার্থীর নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। আসক মনে করে, বায়োমেট্রিক রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনকে সম্পৃক্ত না করার কারণে পরবর্তী সময়ে রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীকে মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়াও শরণার্থীদের বিশাল একটি অংশ শিশু; যাদের কোন প্রকার নিবন্ধন করা হচ্ছে না। আসক উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য

করছে, এসব শরণার্থী শিশুদের অনেকের বাবা-মা মিয়ানমারে হামলায় নিহত হওয়ার কারণে তারা বিচ্ছিন্নভাবে বা আত্মীয়-স্বজনদের সাথে বাংলাদেশে এসেছে পড়েছে। যে কারণে এ সব শিশুদের একক নিবন্ধন করা না হলে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া শরণার্থী শিবিরের বাইরে অবস্থানরত নারী, শিশুদের নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকি প্রবলভাবে বিদ্যমান। অন্যদিকে, নো-ম্যান্স ল্যান্ডে অবস্থানরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর একাংশও অত্যন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। নো-ম্যান্স ল্যান্ডে অবস্থানরত শরণার্থীরা পর্যাপ্ত খাদ্য ও আনুসঙ্গিক সুবিধা যথাযথভাবে পাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

আসক'র সামগ্রিক পর্যবেক্ষণে পরিলক্ষিত হয়েছে, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারের মানবিক অবস্থান ও সদিচ্ছা থাকার পরও শরণার্থী ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়হীনতা বিদ্যমান। আমাদের প্রত্যাশা, সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ের দ্রুততম সময়ের মধ্যে শরণার্থী ব্যবস্থাপনায় সব ধরণের সমন্বয়হীনতা কাটিয়ে উঠবে।

এই প্রেক্ষিতে আসক বাংলাদেশ সরকারসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে রোহিঙ্গা শরণার্থী বিষয়ে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করছে-

জাতীয় পর্যায়ে

১. দ্রুততম সময়ের মধ্যে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত বুথ ও জনবল বাড়াতে হবে। পাশাপাশি শরণার্থী শিশুদের নিবন্ধন নিশ্চিত করতে হবে এবং বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশনে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ।
২. বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরকে নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শরণার্থী শিবির স্থাপন করাসহ শরণার্থীদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
৩. শরণার্থী শিবিরগুলোতে পর্যাপ্ত খাবার, চিকিৎসা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করাসহ শরণার্থীদেরকে সব ধরণের মানবিক সহায়তার আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সরকার ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের কার্যকর ও সমন্বিত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।
৪. নির্যাতিত নারী ও শিশুদের চিকিৎসা, কাউন্সেলিং ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনে যথাযথ উদ্যোগ নেয়া।
৫. শরণার্থীদের নিজভূমিতে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে মিয়ানমারের সাথে দ্বিপক্ষীয় চুক্তির বিষয়ে কার্যকর আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সাথে নিয়ে মিয়ানমার সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখা।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে

৬. মিয়ানমার সরকারের এই পরিকল্পিত 'জাতিগত নিধন' ও 'গণহত্যা' বিষয়টি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে উপস্থাপনের মাধ্যমে এর বিচার দাবি করাসহ গণহত্যার বিষয়ে জাতিসংঘ তদন্ত কমিশন গঠন করে মিয়ানমার সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
৭. মিয়ানমার রাষ্ট্র কর্তৃক রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে 'কফি আনান কমিশন'-এর সুপারিশ বাস্তবায়নে জাতিসংঘের চাপ প্রয়োগসহ জরুরী পদক্ষেপ নেয়া।
৮. মিয়ানমারের সামরিক, বেসামরিক, কারাগার ও ডিটেনশন সেন্টারগুলোতে আটক ও নিখোঁজ রোহিঙ্গাদের বিষয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাদেরকে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৯. মানবাধিকার ও গণমাধ্যম কর্মীদের মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে স্বাধীনভাবে তথ্যানুসন্ধান করার পরিবেশ নিশ্চিত করা।